প্রথম আলো

তারিখ 05 OCT 2013
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭-৮

৫ অক্টোবর বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০১৩

শিক্ষকদের জন্য আহ্বান

চাই মর্যাদা, অধিকার ও জবাবদিহিতা

বিশ্ব শিক্ষক দিবসে সকল স্তরের শিক্ষকদের জানাই আন্তরিক অভিবাদন।

শিক্ষকদের অধিকার, দায়িত্ব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবিতে ৫ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে সারা পৃথিবীতে বিশ্ব শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এ বছরের প্রতিপাদ্য হচ্ছে A Call for Teachers! যার বাংলা ভাবানুবাদ হচ্ছে শিক্ষকদের জন্য আহ্বান: চাই মর্যাদা, অধিকার ও জবাবদিহিতা। একটি আলোকিত সাক্ষর সমাজ বিনির্মাণে শিক্ষকদের ভূমিকা অপরিসীম। বিশ্ব শিক্ষক দিবসে সকল পর্যায়ে শিক্ষকদের অধিকার ও মর্যাদা যথাযথভাবে নিশ্চিত করা হোক। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী 'শিক্ষা আইন ২০১৩'-এর দ্রুত অনুমোদন এবং এর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে- এ দাবি আমাদের সকলের।

আমাদের দাবি

- মৌলিক শিক্ষাকে অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে সমন্বিত শিক্ষা আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং এই আইন বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রকে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ করতে হবে।
- মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনার আলোকে স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত ফি-এর অতিরিক্ত কোনো ফি না নেওয়ার জন্য সরকারকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- ঝরে পড়া রোধে শিক্ষক, অভিভাবক, স্কুল ম্যানেজিং কমিটিসহ সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার ও মান নিশ্চিতকরণের জন্য প্রশিক্ষক পুল গঠন করতে হবে।
- শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।
- মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে শিক্ষকদের অধিকতর প্রয়াস নিতে হবে।
- অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চা-বাগান, চর, হাওর, দুর্গম ও পাহাড়ি অঞ্চলসহ সকল বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।
- জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী স্থায়ী শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষকদের জন্য পৃথক বেতন কমিশন গঠন করতে হবে।
- অবিলম্বে দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু এবং এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষিত শিক্ষক ও শ্রেণিকক্ষের ব্যবস্থা করতে হবে।
- জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী যেমন: (দলিত, হরিজন, যৌনকর্মী) অধ্যুষিত এলাকা এবং চা-বাগান, চর, হাওর, দুর্গম ও পাহাড়ি অঞ্চলসমূহে পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করে ছাত্র শিক্ষক অনুপাত ৩০:১-এ নামিয়ে আনতে হবে।
- শিক্ষার্থীদেরকে কোনো প্রকার শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা যাবে না, এক্ষেত্রে মহামান্য হাইকোর্টের রায় অনুসরণ করতে হবে।
- তথ্যপ্রযুক্তির অপব্যবহারের মাধ্যমে নারী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অবমাননা রোধে শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষা প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।
- শুধুমাত্র শিক্ষক নয়, শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।
- সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জন্য বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির ন্যূনতম ৫% বিশেষ কোটা সংরক্ষণ করতে হবে।
- সরকারি-বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বদলিজনিত কারণসহ অন্যান্য যুক্তিযুক্ত কারণে তাদের সন্তানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনের বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।
- মেধাবীদের শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট করা এবং আলোকিত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে একটি 'জাতীয় শিক্ষা সেবা কোর' গঠন করতে হবে।
- জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে।

সমন্বয় ও প্রচারে

গণসাক্ষরতা অভিযান
Campaign for Popular Education

সহযোগিতায়

UKaid
from the British people

GLOBAL CAMPAIGN FOR EDUCATION
www.campaignforeducation.org

Education International
Internationale de l'Education
Internacional de la Educación
Bildungsinternationale

CSEF
Civil Society Education Fund